**ভূটানের প্রধানমন্ত্রীর সম্মানে নৈশ ভোজ**

ভাষণ

**শেখ হাসিনা**

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

হোটেল প্যান প্যাসিফিক, সোনারগাঁও, সোমবার, ২৭ পৌষ ১৪১৭, ১০ জানুয়ারি ২০১১

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

ভূটানের মান্যবর প্রধানমন্ত্রী Jigme Y Thinley,

সম্মানিত অতিথিবৃন্দ,

এবং ভদ্র মহিলা ও ভদ্র মহোদয়গণ,

      আসসালামু আলাইকুম এবং শুভ সন্ধ্যা।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশে আপনাকে এবং আপনার সফরসঙ্গীদের স্বাগতম। আমি আমার নিজের এবং আমার দেশের জনগণের পক্ষ থেকে আপনাকে এবং আপনার সফরসঙ্গীদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

২০০৯ সালে সরকারের দায়িত্বগ্রহণের পর আমার প্রথম দ্বিপাক্ষিক সফর ছিল ভূটানে। এরপর ২০১০ সালে ১৬তম সার্ক সম্মেলনে যোগ দিতে আমি আবারও আপনার অনিন্দ্য সুন্দর দেশ সফরে যাই।

উভয় সফরের সময় আপনি এবং ভূটানের জনগণ আমাকে যে উষ্ণ আতিথেয়তা প্রদান করেছেন, সে স্মৃতি আমি সব সময়ই স্মরণ করি।

বাংলাদেশে আপনার এই সফর অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এই সফরের মাধ্যমে আমাদের দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্ক আরও গভীর ও সুদৃঢ় হবে।

বাংলাদেশের মানুষের হৃদয়ে ভূটান যেমন একটি বিশেষ স্থান দখল করে রেখেছে, তেমনি বাংলাদেশের ইতিহাসের সঙ্গে ভূটানের রয়েছে একটি স্থায়ী এবং ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। আমাদের রক্তক্ষয়ী মহান মুক্তিযুদ্ধে ভূটানের মহামান্য ৩য় রাজা এবং সে দেশের জনগণের নিঃস্বার্থ সমর্থন আজও আমাদেরকে আবেগাপ্লুত করে তোলে। স্বাধীন বাংলাদেশকে ভূটানের প্রথম স্বীকৃতি প্রদান আমরা চিরদিন শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করব।

এছাড়া, প্রাচীন ও ধর্মীয় ঐতিহ্য, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ এবং সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতার দিক থেকে বাংলাদেশ ও ভূটান একই মূল্যবোধে বিশ্বাসী।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় আমাদের পাহাড়পুর ও মহাস্থানগড়ের বৌদ্ধ পন্ডিতগণ এবং ভূটানের প্রাচীন বৌদ্ধ বিহারগুলোর মধ্যে পারস্পরিক ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।

এই দুই দেশের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত ব্রহ্মপুত্র এবং শাখা নদীগুলো দিয়ে বহু প্রাচীন কাল  থেকেই ব্যবসা-বাণিজ্য এবং পর্যটকদের যাতায়াতের কথা ইতিহাসে বর্ণিত আছে।

প্রকৃতপক্ষে হিমালয়ের নৈসর্গিক সৌন্দর্যের বুকে অবস্থানরত ভূটান এবং সমতলের সবুজে ঘেরা বাংলাদেশের মধ্যে প্রকৃতিগতভাবেই অনাদিকাল থেকে যোগসূত্র বিদ্যমান। এই সম্পর্ক আমাদের দু'দেশের জনগণের ভাগ্য, উন্নয়ন, সমৃদ্ধির যোগসূত্রকে আরও সুদৃঢ় করেছে।

দু'দেশের জনগণের সার্বিক কল্যাণ এবং পারস্পরিক স্বার্থ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আমাদের মধ্যে বিদ্যমান এই অকৃত্রিম সম্পর্ক আরও অর্থবহ করে তুলতে হবে। আমাদের দু'দেশের মধ্যে সহযোগিতার ক্ষেত্রে অফুরন্ত সম্ভাবনা বিরাজমান। এগুলোর মধ্যে পর্যটন, জলবিদ্যুৎ, জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রভাব মোকাবিলা, স্বাস্থ্যসেবা, জীববৈচিত্র, কৃষি ও কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, বনায়ন, তথ্য প্রযুক্তি, শিক্ষা, পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

দুই দেশের জনগণের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থে এসব ক্ষেত্রে আমাদের পারস্পরিক সহযোগিতা আরও জোরদার করতে হবে।

মান্যবর প্রধানমন্ত্রী,

আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে এ সফরের সময় আপনি বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট সুন্দরবন এবং কক্সবাজারে অবস্থিত বিশ্বের দীর্ঘতম সোনালী বালুকা সমুদ্র সৈকত ভ্রমণে যাচ্ছেন।

ভূটানের নৈস্বর্গিক পাহাড় এবং উপত্যকার সঙ্গে যদি আমাদের পর্যটন স্থাপনাগুলোকে একই প্যাকেজের আওতায় নিয়ে আসা যায়, তাহলে ইকো-ট্যুরিস্টদের আকৃষ্ট করার মাধ্যমে আমাদের উভয় দেশের পর্যটন শিল্পই ব্যাপকভাবে বিকাশ লাভ করবে।

আমি আরও আনন্দিত যে আপনি আমাদের দুই দেশের মধ্যকার প্রাচীন সম্পর্কের স্মারকসমূহ দেখার জন্য বেশ কয়েকটি প্রাচীন বৌদ্ধ স্থাপনা পরিদর্শন করবেন। পাশাপাশি ভূটানের ব্যবহারের জন্য চট্টগ্রাম বন্দরের উপযোগিতা স্বচক্ষে দেখতে যাবেন, এটাও আমাদের জন্য আনন্দের বিষয়।

মান্যবর চতুর্থ রাজা জিগমে সিংয়ে ওয়াংচুক এর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন দিকনির্দেশনায় ভূটানের রাজনৈতিক রূপান্তর আমরা গভীর আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করছি। আজকের ভূটান একটি গণতান্ত্রিক, আধুনিক এবং প্রগতিশীল রাষ্ট্র। সামগ্রিক জাতীয় সুখ (Gross National Happiness - GNH) এর যে ধারণা মান্যবর রাজা প্রচলন করেছেন, তা বিশ্বব্যাপী প্রশংসা কুড়িয়েছে।

তাঁর বিজ্ঞ পুত্র ও উত্তরাধিকার মান্যবর পঞ্চম রাজা জিগমে খেসার নাগয়েল ওয়াংচুক পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে বিচক্ষণতার সঙ্গে ভূটানকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

বাংলাদেশেও আমরা অভিন্ন উদ্দেশ্যে কাজ করছি এবং তা হচ্ছে গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করা, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন এবং আমাদের নাগরিকদের সুখ, সমৃদ্ধি ও শান্তি নিশ্চিত করা।

বর্তমানে আমাদের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো আরও বেশি সুদৃঢ় হয়েছে। আমাদের অর্থনীতি মজবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। মানবাধিকার এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সব ধরনের সন্ত্রাসী এবং চরমপন্থা কার্যকলাপ হ্রাস পাচ্ছে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠিত করতে আমরা ‘‘রূপকল্প ২০২১'' বাস্তবায়ন করছি।

ইতোমধ্যে আমরা খাদ্য এবং জ্বালানি নিরাপত্তা অর্জনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করেছি। শিক্ষা, দারিদ্র্য বিমোচন, নারীর ক্ষমতায়ন, সমাজকল্যাণ এবং টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। শিশুমৃত্যু হার হ্রাস করায় আমরা এ বছর এমডিজি পুরস্কার অর্জন করেছি।

আমরা আমাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছি। আঞ্চলিক সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে এ অঞ্চলের সামগ্রিক উন্নয়নসহ আমাদের সরকারের এসব উদ্যোগের প্রতি আমরা আমাদের বন্ধু এবং প্রতিবেশীদের মূল্যবান সহযোগিতা প্রত্যাশা করছি।

আমাদের সামনে বিপুল সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত। এ সুযোগ আমাদেরকে যতটা সম্ভব কাজে লাগাতে হবে।

মান্যবর অতিথি, আপনার এবং আপনার সফরসঙ্গীদের বাংলাদেশে অবস্থান আনন্দদায়ক এবং ফলপ্রসু হোক, এ কামনা করছি।

আপনার সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং অব্যাহত সমৃদ্ধি কামনা করছি। আপনার মাধ্যমে ভ্রাতৃপ্রতিম ভূটানের জনগণের সুখ, শান্তি, অগ্রগতি এবং সমৃদ্ধি কামনা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

বাংলাদেশ-ভুটান বন্ধুত্ব চিরজীবী হোক।

....